যুগান্তর

তারিখ 13 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

তিতাসে কোড জালিয়াতি করে নম্বর বৃদ্ধি

শিক্ষা অফিসের অসাধু চক্রের জড়িত থাকার অভিযোগ

আবুল খায়ের, *কুমিল্লা ব্যুরো*

কুমিল্লার তিতাসে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার (পিইসি) গোপন কোড নম্বর জালিয়াতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে খাতায় অতিরিক্ত নম্বর যোগ করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসহ একটি চক্রের বিরুদ্ধে এ জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে। সোমবার বিকালে তিতাস উপজেলার ৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে এ বিষয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন। অভিযোগে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষার খাতার গোপন কোড নম্বর হ্যাক করে তিতাস উপজেলার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক শতাধিক শিক্ষার্থীর খাতায় অতিরিক্ত নম্বর যোগ করে দেয় একটি প্রতারক চক্র। নিয়ম অনুযায়ী পিইসি পরীক্ষার পর খাতার ওপর কোড নম্বর বসিয়ে খাতাগুলো পরীক্ষকদের দেখার জন্য প্যাকেট করে অন্য উপজেলায় পাঠানো হয়। এসব খাতার গোপনীয়তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষা কর্মকর্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তিতাস উপজেলার পিইসির খাতা একই জেলার বুড়িচং উপজেলায় পাঠানো হয়। সেই গোপন নম্বর সংগ্রহ করে তিতাস উপজেলার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা বুড়িচং উপজেলায় গিয়ে তাদের ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

পিইসি পরীক্ষা

তিতাসে কোড জালিয়াতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কয়েক শতাধিক শিক্ষার্থীর খাতায় অতিরিক্ত নম্বর যোগ করে দেয়। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে যারা ৫০-৬০ নম্বর পেয়েছে তাদের খাতায় ৮০-৯০ নম্বর যোগ করে দেয়া হয়। বুড়িচং উপজেলার পিইসি পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ফরিদা আক্তার বিষয়টি ৭ ডিসেম্বর তিতাস উপজেলার কালাই গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুন্নাহারকে ফোনে বিষয়টি জানান। ওই সময় প্রধান শিক্ষক তার মোবাইল ফোনে এ কথা রেকর্ড করেন। তিতাস উপজেলার জিয়ারকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাখওয়াত হোসেন সেই মোবাইল ফোনের রেকর্ডটি শুনেন এবং উপজেলার সব প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এ নিয়ে ৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরসহ ৮টি অফিসে স্মারকলিপি আকারে অভিযোগ করেন।

এ ব্যাপারে কালাই গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুন্নাহার বলেন, আমরা এক সঙ্গে ট্রেনিং করার সুবাদে ওই প্রধান পরীক্ষক ফরিদা আক্তার তিতাস উপজেলার কিছু পরীক্ষার খাতায় উপরে বেশি নম্বর আর ভেতরে কম নম্বরের বিষয়টি আমার সঙ্গে শেয়ার করেন। পরে আমি বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক শাখওয়াত হোসেনকে জানাই। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক শাখওয়াত হোসেন বলেন, পিইসি খাতার গোপন কোড নম্বর একমাত্র উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ছাড়া অন্য কেউ জানার কথা নয়। শিক্ষা অফিসের অসাধু চক্রের সঙ্গে জড়িত না থাকলে তিতাসের খাতা বুড়িচং উপজেলায় গেছে তা শিক্ষকরা কিভাবে জানতে পারল। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল আউয়াল বলেন, উপজেলার প্রধান শিক্ষকদের একটি অভিযোগ পেয়েছি। তবে আমার জানা মতে পিইসি পরীক্ষা খাতার গোপনীয় নম্বর কেউ জানার কথা নয়। কোনো প্রতিষ্ঠানপ্রধান এ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিতাস উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুকিমা বেগম বলেন, পিইসি পরীক্ষার খাতার গোপন কোড নম্বর হ্যাক করে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনিয়ম করেছে বলে অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।